ওয়াশিংটন ইসলামিক সেন্টারের ৫০তম বার্ষিকী ও পুনঃ উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ভাষণ

ওয়াশিংটন ডি.সি., ২৮শে জুন -- ওয়াশিংটন ইসলামিক সেন্টারের ৫০তম বার্ষিকী ও পুনঃ উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রদত্ত ভাষণ নিচে উপস্থাপন করা হল:

ইমাম সাহেব, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য আমি প্রশংসা করি। ইসলামিক সেন্টারের পরিচালকদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি রাষ্ট্রদূত মহোদয়দের স্বাগত জানাই। এখানে আসার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এখানে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদেরও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই পুনঃ উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।

ইমাম সাহেব যেমনটি উল্লেখ করলেন, অর্ধ শতাব্দী আগে আমাদের দেশের অন্যতম একজন মহান নেতা এই ইসলামিক সেন্টারকে আমাদের দেশের ধর্মীয় পরিবারে স্বাগত জানিয়েছেন। এই স্থানটিকে উৎসর্গ করে প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার সারা বিশ্বের মুসলিমদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছিলেন। তিনি আহবান জানিয়েছিলেন "এক ঈশ্বরের ছায়ায় সকল মানুষের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির জন্য" আসুন আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকার করি।

মৈত্রী ও সমীহের চেতনা নিয়ে আজ আমরা আবার সমবেত হয়েছি সেই অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করতে এবং স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য অবিচল থাকার দৃঢ় প্রত্যয় নবায়ন করতে। যে ধর্মটি শত শত বছর ধরে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে আমরা এখানে এসেছি তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে। মুক্ত মানুষ হিসেবে আমেরিকায় ধর্মের বৈচিত্র্য ও আমাদের ঐক্য উদযাপন করতে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা হৃদয়ে ধারণ করি মহান মুসলিম কবি রুমির প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রাচীন সেই পঙক্তিটি: "বাতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও আলো তো একই।"

এরকম মুহূর্তগুলোই সুযোগ করে দেয় সবাইকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়ার যে মানুষ হিসেবে আমেরিকানরা কেমন এবং বিশ্ববাসীর জন্য আমরা কি কামনা করি। আমরা এমন সময় বসবাস করছি যখন আমেরিকা ও এর বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। যারা সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশকে বুঝতে চায়,

তাদের উচিত এখানে এই ইসলামিক সেন্টারে এসে তাদের প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। যে রাস্তায় এই মুসলিম সেন্টারটি অবস্থিত ঠিক সে রাস্তায়ই রয়েছে একটি সিনাগগ (ইহুদি উপাসনালয়), লুথারপন্থীদের একটি গির্জা, ক্যাথলিকদের গির্জা, একটি গ্রিক অর্থোডক্স গির্জা, একটি বৌদ্ধ মন্দির -- প্রত্যেকটি উপাসনালয়েই আছে খাঁটি ধর্মানুসারীগণ, যারা গভীরভাবে লালিত নিজেদের ধর্মবিশ্বাস চর্চা করেন এবং পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করেন।

এটাই তো স্বাধীনতা: সমাজে মানুষ নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালন করবে কোনো রকম ভয়-ভীতি, সংশয়-সন্দেহ বা গোপন পুলিশের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ার উদ্বেগ ছাড়া। আমেরিকার 'অধিকার সনদে' (বিল অব রাইটস) প্রদত্ত সর্বপ্রথম সুরক্ষাকবচই হল ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। এটি একটি মহামূল্যবান স্বাধীনতা। এটি একটি মৌলিক চুক্তি, যার অধীনে সকল ধর্মবিশ্বাসীরা সম্মত হন যে তারা তাদের আধ্যাত্মিক ধর্মদর্শন অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবেন না এবং বিনিময়ে তারা নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবেন। এটি আমাদের সংবিধানের প্রতিশ্রুতি, আমাদের বিবেকের আহ্বান এবং আমাদের শক্তির উৎস।

ধর্মপালনের স্বাধীনতা আমেরিকার চরিত্রে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে অন্য কারোও এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে আমরা বিষয়টিকে ব্যক্তিগতভাবে নিই। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইহুদি অভিবাসন-প্রত্যাখাতদের (refusenik) পক্ষে আমাদের দেশ ছিল সবচেয়ে সোচ্চার। (সোভিয়েত যুগে) লৌহ যবনিকার অন্তরালে যেসব ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা গোপনে প্রার্থনা করত আমেরিকানরা তাদের পক্ষে ছিল। আমেরিকা মুসলিমদের পাশে দাঁড়িয়েছে যখন তারা বার্মা ও চীনের মত স্থানে স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা করতে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের প্রতি আমেরিকার শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে এবং মুসলিম আমেরিকানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অপরাধের নিন্দা জানানোর জন্য ৯/১১ আক্রমণের মাত্র ছয় দিন পর আমি এই সেন্টারে এসেছিলাম। আজ আমি এখানে একটি নতুন উদ্যোগ ঘোষণা করছি যা আমেরিকা ও মুসলিম জনবহুল দেশগুলোর জনগণের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

ইসলামি সম্মেলন সংস্থায় (ওআইসি) আমি একজন বিশেষ দূত নিয়োগ করব। এই প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট একজনকে ওআইসিতে নিয়োগ প্রদান করলেন। আমাদের বিশেষ দূত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিদের কথা শুনবেন ও জানবেন এবং তাদেরকে আমাদের অভিমত ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগত করবেন। সমীহপূর্ণ সংলাপ ও অব্যাহত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে আমাদের স্বার্থ তুলে ধরার এটা একটি সুযোগ।

আমরা দেখেছি বন্ধুত্বের প্রতিফলন যখন যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সারা বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলোর সাহায্যার্থে আমেরিকানরা হাত বাড়িয়েছে। পাকিস্তান ও ইরানের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের

জন্য আমেরিকানরা এগিয়ে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সুনামি আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকানরা মমতা নিয়ে অতি দ্রুততার সাথে। যুগোস্লাভিয়া ভাঙ্গার পর আমাদের দেশ বসনিয়া ও কসোভোর মুসলিমদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করেছে। সুদানে গণহত্যা মোকাবেলায় আজ আমরা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করছি। মমতা, বিশ্বাস ও বিবেকের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে সকল ধর্মবিশ্বাসী আমেরিকানরা এসব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিবেকবান মানুষের সামনে আজকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে যেসব চরমপন্থী শক্তি কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে উদারপন্থীদের মহা সংগ্রামে বিজয়ী হতে সাহায্য করা। একটি স্থান ছাড়া বিশ্বের প্রত্যেকটি অঞ্চলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তি অধিকারের ধারণার প্রসার। মধ্যপ্রাচ্যে আমরা দেখছি একদল চরমপন্থীর উত্থান, যারা ক্ষমতা ও আধিপত্যের হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করতে চায়।

এসব স্ব-নিয়োজিত ত্রাণকর্তারা মুসলিমদের পুরোভাগে এসে কথা বলছে। তাদের বীভৎস ও ঘৃণ্য আদর্শবাদে যেসব মুসলিমরা বিশ্বাস করে না, তাদেরকেই তারা "কাফের" বা "গাদ্দার" বলে গালি দেয়। এসব শত্রুরা মিথ্যা দাবি করে যে আমেরিকা মুসলিম ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে এসব উগ্রপন্থীরাই ইসলামের আসল শত্রু।

তারা মুসলিমদের পবিত্র স্থানগুলোতে হামলা চালিয়েছে মুসলিমদের বিভক্ত করতে এবং একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে। তাদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের অধিকাংশ শিকার মুসলিমরাই। আফগানিস্তানে তারা শিক্ষকদের প্রহার করেছে ও হত্যার জন্য লক্ষ্যে পরিণত করেছে। ইরাকে তারা একজন কিশোরকে হত্যা করে তার লাশের সাথে বিষ্ফোরক বেঁধে দিয়েছে যাতে তার পরিবার যখন লাশটি উদ্ধার করতে আসে থখন এর বিষ্ফোরণ ঘটে। তারা শিশুদের গাড়ির পেছনের আসনে বসিয়ে নিরাপত্তা চৌকি পার হয়, তারপর শিশুদেরসহ গাড়িটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। এসব শত্রুরা জর্দানের আম্মানে বিয়ের অনুষ্ঠানে, সৌদি আরবে আবাসিক ভবনে, জাকার্তায় হোটেলে বোমা বিষ্ফোরণ ঘটিয়েছে। তারা এসব পাশবিক ও পাষণ্ড কর্মকাণ্ড আল্লাহর নামে করেছে বলে দাবি করে। এসব শত্রুরা ইসলামের আসল চেহারা নয়, এরা হল ঘৃণার মুখচ্ছবি।

এই জীবন হরণকারী শক্তি ক্ষমতা লাভ করার আগেই এর বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো বিবেকবান প্রতিটি নারী-পুরুষের দায়িত্ব রয়েছে। যারা ইসলামের নামকে কর্দমাক্ত করতে চায়, সেইসব খুনী ও জল্লাদদের কবল থেকে ঐতিহাসিক ও গর্বিত ধর্ম ইসলামকে রক্ষা করতে চাওয়া কোটি কোটি মুসলমানকে আমরা অবশ্যই সহায়তা করব। এক্ষেত্রে উদারপন্থী মুসলমান নেতাদের সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর রয়েছে। "বিচ্ছিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠী যারা ইসলামের জন্য কাজ করে বলে ভান করে" ওআইসির মহাসচিবের এই উক্তির সঙ্গে একমত হয়ে তাদের (মৌলবাদীদের) যারা নিন্দা করে, আমরা সেইসব মুসলমানদের তারিফ করি ও সাধুবাদ

জানাই। আমাদের মুসলমান নেতাদেরকে আরো বেশি করে উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা উগ্র মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জোরদার করেন। এসব মৌলবাদীরা মসজিদে অনধিকার প্রবেশ করে, ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এবং মুসলিম যুবকদেরকে বিশ্বাস করায় যে, আত্মঘাতী বোমাবাজি করলে একদিন তার প্রতিদান পাওয়া যাবে। মুক্ত বিশ্বের অন্যান্য জায়গাসহ এমনকি আমাদের দেশেও এদের অস্তিত্ব রয়েছে।

আমাদের সেইসব মুসলমানদের কণ্ঠস্বরকে ঐক্যবদ্ধ করা দরকার যারা আরব বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। এরা স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলা বিশ্ব আন্দোলন থেকে পিছিয়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে মুক্ত বিশ্বের দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমদেরকে অত্যাচারী ও সন্ত্রাসীদের হাতে এবং হতাশার মধ্যে ফেলে রেখেছে। স্থিতিশীলতা ও শান্তির স্বার্থে এমনটি করা হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল আসলে কোনটিই হয়নি। বরং দেখা গেল, মধ্যপ্রাচ্য সন্ত্রাস ও হতাশার সূতিকাগারে পরিণত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে মুসলিমদের শত্রুতা বাড়তেই থাকল। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সংগ্রামে, তাদের স্বাধীনতার দাবিতে, এবং তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য স্বকীয় পথ খুঁজে পেতে মনে-প্রাণে আমি আমার প্রেসিডেন্সি ক্ষমতার প্রয়োগ করেছি।

এই সংগ্রাম প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আফগানিস্তান ও ইরাক। কিন্তু এই সংগ্রাম সেই হুমকির অবসান ঘটাতে পারছে না; এবং এটি সেখানেই শেষ হচ্ছে না। আমরা বিশ্বাস করি, আফগান ও ইরাকিদের চূড়ান্ত বিজয় অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করবে যারা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। আমরা সেই দিনটির জন্যও কাজ করে যাব যখন ইসরায়েলের পাশাপাশি একটি গণতান্ত্রিক ফিলিস্তিন শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করবে। আমরা ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অংশে গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য একটি আলোড়ন দেখতে পাচ্ছি। তবে স্বাধীনতার পুষ্প আকারে প্রস্ফুটিত হতে এটির আরো সময় লাগবে। গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ পশ্চিমা দেশগুলির চাপিয়ে দেয়া কোনো পরিকল্পনা নয়, বরং ওই অঞ্চলের জণগণ তাদের নিজেদের জন্যই তা বেছে নেবে। ভালোবাসায় পূর্ণ প্রতিটি হৃদয়েই রয়েছে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা।

আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে সেখানে ৮০ লাখ মানুষ ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিল। আমরা এও জানি যে, প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ ইরাকের অবাধ নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিল। আমরা আরো জানি, লেবাননের নাগরিকেরা যখন 'সিডার বিপ্লব' এর ব্যানার উঁচিয়ে সিরীয় দখলদারদের হটিয়ে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, বিশ্ববাসী তখন তা প্রত্যক্ষ করেছিল। এমনকি এখন এটিও আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের আনাচে-কানাচে

স্বাধীনতার প্রত্যাশায় সেখানকার মানুষ তাদের বসার ঘরে, কফির দোকানে কিংবা ক্লাসরুমে সংগোপনে এক অপরের সঙ্গে কথা বলছে। এসব কোটি কোটি মানুষ তাদের ভবিষ্যতের একটি পথ খুঁজছে, যেখানে তারা যা চিন্তা করে তা বলতে পারে, যেখানে খুশি যেতে পারে, এবং ইচ্ছেমত ধর্মপালন করতে পারে। তারা স্বাধীনতার জন্য নীরব আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষমান -- কেউ একজন কোথাও তাদের এই আশা পূরণ করবে।

তাই আজ একটি স্বাধীন দেশের অন্তঃস্থলে অবস্থিত এই মুক্ত প্রার্থনাস্থলে এসে দামেশ্‌ক থেকে তেহরান পর্যন্ত স্বাধীনতাকামীদের উদ্দেশ্যে বলছি: আপনারা চিরকাল দুর্দশা পোহাতে বাধ্য নন। আপনারা আর নিভৃতে আর্তনাদ করবেন না। মুক্ত বিশ্ব আপনাদের কথা শুনছে। আপনারা একা নন। আমেরিকা তার বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করছে। আমরা সেই দিনের জন্য কাজ করে যাচ্ছি, যখন আমরা স্বাধীন জাতির পরিবারে আপনাদের স্বাগত জানাতে পারি। আমরা প্রার্থনা করছি, আপনি এবং আপনার সন্তানরা একদিন ভালোবাসা এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনার স্বাধীনতাসহ সবকিছুতেই স্বাধীনতার বিষয়টি বুঝতে পারবেন।

ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

==========

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।*